UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations | UNDP | UNEP

তথ্য টীকা/নোটঃ REDD+ অর্থায়ন

Information Note: REDD+ Finance

এশিয়া / প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

ভূমিকা:

কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) এর ১১ তম সম্মেলনে (11th Conference of the Parties-COP/11) সর্ব প্রথম বন হতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের পদ্ধতির উপর আলোচনা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, শুরুর দিকের সম্মেলনে বন উজাড় (deforestation) রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়টি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তী সম্মেলনগুলোতে বনের অবক্ষয় (forest degradation) রোধ, বন সংরক্ষণ (conservation), টেকসই বন ব্যবস্থাপনা (sustainable management) এবং কার্বন মজুদ বাড়ানোর (Enhancement of Forest Carbon Stock) বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এ উদ্যোগটি REDD+[১] হিসেবে পুনঃ নামকরণ করা হয়। বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধের নীতিগত পদ্ধতি এবং ইতিবাচক প্রণোদনার বিষয়টি (policy approaches and positive incentives[২]) ২০০৫ সাল হতেই আলোচনায় প্রাধান্য পায়। এ দুটি বিষয় পরবর্তী সম্মেলনগুলোতে সব সময় আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধ, বন সংরক্ষণ ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, বন সৃজনের উদ্যোগগুলো বহু বছর যাবৎ বিভিন্ন দেশের জাতীয় বন কর্মসূচি হিসেবে রয়েছে। কিন্তু বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের পেছনের কারণগুলো বা হুমকিগুলো মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে নীতিগত পদ্ধতি প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন জরুরী। যদিও "ইতিবাচক প্রণোদনা" বলতে "অর্থনৈতিক সহায়তা" না বুঝালেও, সম্মেলনগুলোর (COP) সিদ্ধান্তসমূহে Annex-1[৩] ভুক্ত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস অথবা কার্বন মজুদ বৃদ্ধির ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থায়নের (Result Based Finance) জন্য আহ্বান করা হয়। উদাহরণস্বরূপঃ ১৭ তম সম্মেলনের ২নং সিদ্ধান্তে (Decision 2/CP 17 Paragraph 65) বলা হয়:

> *"উন্নয়নশীল দেশগুলোকে (REDD+ বাস্তবায়নের জন্য) নতুন, অতিরিক্ত ও পূর্ব অনুমেয় উৎস হতে অর্থায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে করা হবে - যা সরকারি এবং বেসরকারি, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক ও বিকল্প উৎস হতে আসতে পারে।" (Agrees that results-based finance provided to developing country parties that is new additional and predictable may come from a wide variety of sources, public and private, bilateral and multilateral, incuding alternative sources).*

একইভাবে, ২০১৩ সালে পোল্যান্ড এর ওয়ারশো-তে অনুষ্ঠিত ১৯তম সম্মেলন (COP 19) এর ৯নং সিদ্ধান্তে (Decision 9/ COP 19) REDD+ অর্থায়নে আরো অধিকতর নির্দেশনা দেয়া হয়। যেমন:

> *"১৬তম কপ এর সিদ্ধান্ত (1/ CP. 16 Paragraph 70) অনুসারে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডসহ যে সকল কার্যক্রমে অর্থায়ন করা যাবে এবং ১৭তম কপ এর সিদ্ধান্ত (2/ CP. 17 Paragraph 65) অনুসারে যে সকল উৎস হতে অর্থয়ান হতে পারে, তা বিবেচনায় নিয়ে সমষ্টিগতভাবে পর্যাপ্ত এবং পূর্ব অনুমেয় অর্থায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ অর্থায়ন যাতে ন্যায্য ও সুষম হয়, যা নীতিগত পদ্ধতিসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে এবং ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থায়নের উপযুক্ত দেশগুলোকে ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত করবে।" (Encourages entities financing the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, through the wide variety of sources referred to in decision 2/CP.17, paragraph 65, including the Green Climate Fund in a key role, to collectively channel adequate and predictable results-based finance in a fair and balanced manner, taking into account different policy approaches, while working with a view to increasing the number of countries that are in a positon to obtain and receive payments for results-based actions).*

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থায়নের সংস্থান একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হলেও, COP আলোচনা হতে কিভাবে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হবে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। COP এর আলোচনায় অর্থায়নের বিষয়টি বরাবরই বিতর্কিত এবং অন্যান্য বিষয় হতে পিছিয়ে আছে। এ বিষয়ে অনেক সদস্য দেশসমূহের ধারণা অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট বিধায় এ বিষয়ে আরো আলোকপাত করার জন্য বিভিন্ন দেশসমূহ অনুরোধ করে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের-REDD কর্মসূচি (UN-REDD Programme), বিশ্বব্যাংক এর Forest Carbon Partnership Facility এর সহযোগিতায় এবং REDD+ Partnership এর অর্থায়নে ২০১৬ সালের মে মাসে REDD+ Finance বিষয়ে এশিয়া/প্যাসিফিক অঞ্চলের তথ্য বিনিময় শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। উল্লিখিত কর্মশালার শিক্ষামূলক অংশগুলো তুলে ধরা হল:

---

[১] বন উজাড় ও বনের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) এর ইংরেজী আদ্যাক্ষরগুলো মিলিয়ে সংক্ষেপে REDD বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রশমনের (Mitigation) একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে REDD শুধুমাত্র বনের উজাড় ও অবক্ষয় রোধ এর মাধ্যমেই নয়, বরং বনের -১) মজুদ কার্বন সংরক্ষণ, ২) টেকসই ব্যবস্থাপনা, ৩) কার্বনের মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমেও সম্ভব। আর এ অতিরিক্ত তিনটি কার্যক্রমকে "+" দিয়ে প্রকাশ করে একসাথে REDD+ বলা হয়।

[২] FCCC/CP/2005/5, paragraph 81

[৩] Annex-1 ভুক্ত দেশ বলতে উন্নত দেশগুলোকে বোঝানো হয়। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ইত্যাদি। এ সকল দেশের গ্রীনহাউজ গ্যাসের নিসঃরণ কমিয়ে নিয়ে আসার দায়বদ্ধতা রয়েছে।

বিষয় ১: REDD+ অর্থায়ন বলতে কেবল ফলাফলের ভিত্তিতেই অর্থয়ান (Result based Finance) নয়

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থায়নের সংস্থান REDD+ বাস্তবায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হলেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নীতিমালা ও পদক্ষেপ তৈরী এবং এর বাস্তবায়নের জন্যেও বিনিয়োগের (Investment Finance) প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ কাঙ্খিত ফলাফলে পৌছাতে হলে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুন শহরে অনুষ্ঠিত UNFCCC-এর ১৬তম সম্মেলনের (16th Conference of the Parties WP16) সিদ্ধান্তে (Decision 1/CP. 16, Paragraph 73) বলা হয় যে:

> *"REDD+ বাস্তবায়ন হবে বিভিন্ন ধাপে। প্রথম ধাপে থাকবে জাতীয় কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা ও পদক্ষেপ এবং সক্ষমতা তৈরীর কার্যক্রম। দ্বিতীয় ধাপে থাকবে, গৃহীত কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন; যা ধারাবাহিকভাবে ফলাফল প্রাপ্তির কার্যক্রম হিসেবে পরিগণিত হবে। এ সমস্ত কার্যক্রমের অর্জন বা সফলতা পুরোপুরিভাবে পরিমাপ, যাচাই ও প্রতিবেদন প্রদান করা হবে।" ...in phases, beginning with the development of national strategies or action plans, policies and measures, and capacity-building, followed by the implementation of national policies and measures and national strategies or action plans ..., and evolving into results-based actions that should be fully measured, reported and verified".*

অর্থাৎ প্রস্তুতিমূলক পর্যায় (প্রথম ধাপ ও দ্বিতীয় ধাপ) এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে কার্বনের নিঃসরণ হ্রাস (বা কার্বনের মজুদ বৃদ্ধি) হবে এবং ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরী হবে। যেহেতু REDD+ এর উল্লেখিত পর্যায় গুলো স্বতন্ত্র বা পৃথক নয়, তাই REDD+ বাস্তবায়নে প্রতিটি দেশের প্রয়োজন একটি অর্থায়ন পরিকল্পনা, যেখানে প্রাক্ অর্থায়ন (প্রস্তুতি বিনিয়োগ/Investment Finance) ও ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন (Result Based Finance) দুটোই সমন্বিতভাবে থাকবে ।

শ্রীলংকার অভিজ্ঞতা:

শ্রীলংকায় REDD+ উদ্যোগের শুরুতেই বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের চালিকাগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদক্ষেপসমুহের (Policies and Measures/PAMs) একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রণীত হয়। বিভিন্ন সূচক/মানদন্ড ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার (Multi Criteria Analysis) মাধ্যমে চিহ্নিত নীতি ও পদক্ষেপসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা হয়। উল্লেখ্য যে, নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহের বিশ্লেষণের সময় বিভিন্ন বিষয়ের সূচক যেমন- সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা সূচক (Social and Environmental Safeguards), প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা, সমন্বয়, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, বাস্তবায়নের ব্যয়, কারিগরি দক্ষতা, সম্পদের প্রাপ্যতা, বাস্তবায়নের সময়কাল এবং কার্বনের মজুদ বৃদ্ধি বা নিঃসরণ হ্রাসের সম্ভাবনাসহ অন্যান্য উপকারিতা (Non carbon benefit) বিবেচনায় আনা হয়। একইসাথে শ্রীলংকা REDD+ বিষয়ে তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা (Vision) নির্ধারণ করেঃ

> *"Forests and beyond, sustaining lives and livelihoods in a greener Sri Lanka"*

উল্লেখিত REDD+ Vision-এ দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় REDD+ এর ভূমিকার প্রতিফলন ঘটে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদক্ষেপ সমূহের বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে একটি আন্তঃখাত ভিত্তিক (Cross Sectoral) সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে। এই সমন্বয়ের লক্ষ্যে নির্বাচিত REDD+ নীতিমালা ও পদক্ষেপগুলোর সাথে চলমান সরকারি কার্যক্রম ও উন্নয়ন অংশীদারদের প্রকল্পগুলোর সাথে তুলনার মাধ্যমে অর্থায়নের চলমান খাতগুলো এবং বিনিয়োগ ব্যবধান চিহ্নিত করে একটি সমন্বিত অর্থায়ন পরিকল্পনা তৈরি করে। তৈরীকৃত পরিকল্পনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব ও সুরক্ষামূলক পরিস্থিতির সাথে যুক্ত করা হবে। পরিকল্পনাটি এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে এটি শ্রীলংকার জাতীয় REDD+ কৌশলের মূল কাঠামো হিসেবে কাজ করে।

মূল শিক্ষণ:

- আন্তর্জাতিক উৎস হতে ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন (Result Based Finance) পেতে হলে প্রাথমিক বা প্রস্তুতিমূলক পর্যায় এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে REDD+ সহায়ক নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ, জাতীয় REDD+ কর্মকৌশল/কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (National Forest Monitoring System) ও সুরক্ষা তথ্য পদ্ধতি (Safeguards Information System) প্রণয়ন করা এবং প্রণীত নীতিমালা ও পদ্ধতিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ আবশ্যক।
- REDD+ উদ্যোগের মাধ্যমে দ্রুত ও কার্যকরভাবে "কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের" ফলাফল পেতে হলে দেশসমূহের উচিত একটি সার্বিক অর্থায়ন পরিকল্পনা তৈরী করা। অর্থায়ন পরিকল্পনায় "প্রাথমিক বিনিয়োগ" এবং "ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থায়ন" এই দুটো উৎসেরই উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- একটি মানসম্মত বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরীতে প্রয়োজন- বন উজাড় ও অবক্ষয়ের মূল চালিকাগুলো চিহ্নিত করা, এর মোকাবেলায় প্রস্তাবিত নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ও অর্থায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং জাতীয় REDD+ কৌশল/কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের ঐক্যমত।

---

[৪] REDD+ বাস্তবায়নের তিনটি পর্যায় যথাঃ ১) প্রস্তুতিমূলকঃ এ পর্যায়ে থাকবে জাতীয় কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা ও পদক্ষেপ এবং সক্ষমতা তৈরির কার্যক্রম। ২)অগ্রগীঃ এ পর্যায়ে থাকবে গৃহীত কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহের প্রাথমিক বাস্তবায়ন। এ বাস্তবায়ন কালে গৃহীত কর্মকৌশলের কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয় বাস্তবতার আলোকে। ৩) জাতীয় পর্যায়ে ফলাফল ভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কার্যক্রমের বাস্তবায়নঃ এ পর্যায়ে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনায় কার্বনের নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তার জন্য জাতীয় পরীবিক্ষণ (Monitoring) পদ্ধতির প্রয়োগ এবং গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা নিরুপন করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে এর উপর প্রতিবেদন (Reporting) তৈরী করে যাচাইয়ের নিমিত্তে (Verification) UNFCCC- তে পাঠানো হয়। নিরীক্ষায় উপযোগী প্রমাণ হলে অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে (অথবা কার্বনের মজুদ বৃদ্ধি) আনতে সক্ষম হলে ফলাফলের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

[৫] চালিকাগুলো বলতে বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের মূল কারণগুলোকে বোঝানো হচ্ছে।

বিষয় ২: REDD+ এর বিনিয়োগ অর্থায়ন আন্তর্জাতিক উৎস হতে নাও হতে পারে

UNFCCC-এর COP সম্মেলনগুলোর সিদ্ধান্তে REDD+ এর ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উৎসের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে REDD+ এর বিনিয়োগ আবশ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক উৎস বা এ জাতীয় তহবিল থেকে নাও আসতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থ নির্ভরতা বা আন্তর্জাতিক উৎস হতে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে REDD+ কার্যক্রম শুরুর ধারণা নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ (PAMs) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, REDD+ অর্থায়নে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক উৎসের মুখাপেক্ষী না থেকে জাতীয় অর্থায়নের উৎসগুলো চিহ্নিত করলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং ফলাফল ভিত্তিক (Result Based) অর্থায়ন সংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ভারত-এর অভিজ্ঞতা:

প্রতি বছর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার কর আদায় করে। আদায়কৃত কর হতে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার ২৯-টি প্রাদেশিক সরকারকে বরাদ্দ দেয়া হয়। কোন প্রদেশ কত অর্থ বরাদ্দ পাবে তা সংশ্লিষ্ট ঐ প্রদেশের আয়তন, জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ভারত সরকার ২০০৫ সাল হতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিবেচ্য বিষয় যেমন, আয়তন, জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাদেশিক বনভূমির পরিমাণ কে (Forest Coverage) বিবেচনায় আনে। ফলে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় কর তহবিল হতে প্রাদেশিক সরকার সমূহের বরাদ্দ প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট প্রদেশের মোট বনভূমির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ বনসংরক্ষণ ও বনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এটি একটি কার্যকরি নীতিমালা ও পদক্ষেপ যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতের বন খাতে প্রতি বছর ৬ বিলিয়ন ডলার এর বিনিয়োগ ঘটছে।

ব্রাজিল-এর অভিজ্ঞতা:

ব্রাজিলের সরকার ভর্তুকির মাধ্যমে স্বল্পসুদে কৃষকদের গ্রামীণ ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্রাজিল ২০০৮ এর মাঝামাঝি সময় হতে আমাজোন বায়োম (Brazilian Amazon Biome) অঞ্চলের চাষীদের উপর নতুন কতিপয় শর্ত আরোপ করে, যথাঃ চাষীদেরকে তাদের জমির মালিকানার দলিলাদি ও পরিবেশ বিধিমালা মেনে চলার প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। উক্ত রেজুলেশনটি জারী না থাকলে ২০০৯ হতে ২০১১ সময়কালে আমাজোন বায়োমের ২,৭০০ বর্গকিলোমিটার বা তারও অধিক বন উজাড় হয়ে যেত। উল্লেখ্য যে, ২০০০ দশক এর শেষভাগ হতে ২০১০ দশক এর শুরুর সময় পর্যন্ত প্রতিবছর প্রায় ৭,০০০ বর্গকিলোমিটার বন উজাড়ের প্রেক্ষাপটে বন সংরক্ষণে গৃহীত সিদ্ধান্তটির প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ।

মূল শিক্ষণ:

- বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধে গৃহীত সকল নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ (PAMs) নতুন নাও হতে পারে। বন সংরক্ষণ ও বনের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য অনেক দেশ হয়তো ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে আসছে।
- সরকারের ইতোমধ্যে গৃহীত, চলমান কার্যক্রম ও পদক্ষেপ সমূহ (PAMs) বাস্তবায়নের অর্থায়ন সরকারি বাজেট অথবা অন্যান্য দেশীয় উৎস হতে আসতে পারে (উদাহরণস্বরূপ পরিবেশের বিভিন্ন সেবার জন্য অর্থ প্রদান/Payment for Ecosystem Services)। এ চলমান অর্থায়ন REDD+ এর সমন্বিত অর্থায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ইতোমধ্যে চলামান পদক্ষেপ সমূহের (PAMs) সুদৃঢ় ও সম্পূরক অর্থায়ন করা যেতে পারে আন্তঃখাত হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে সকল নীতিমালা ও পদক্ষেপ সমূহের সার্বিক ও সামগ্রিক বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত তহবিল প্রাপ্তির আবেদন জোরালো হয়।
- যে সমস্ত বিনিয়োগ কার্যক্রম বা আর্থিক প্রণোদনা বন উজাড়ের কারণ, সেগুলোর পরিবর্তনের বা সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এ সমস্ত বিনিয়োগ কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাব কিভাবে এড়ানো যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- সকল নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভারত সরকার কতৃক গৃহীত কর বন্টন নীতিমালায় পরিমার্জন।
- REDD+ এর প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল মাত্র আন্তর্জাতিক উৎস হতে অর্থ প্রাপ্তির সাপেক্ষে নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হবে, এমন মনোভাব REDD+ এর দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ Result Based Finance -এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিলম্বিত হতে পারে। এছাড়াও ইতোমধ্যে গৃহীত চলমান পদক্ষেপ সমূহ যথাযথ গুরুত্ব হারাতে পারে, যেগুলোর সামান্য সমন্বয় বা পরিবর্ধন করলে REDD+ এর কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত।

বিষয় ৩: REDD+ অর্থায়নে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (Green Climate Fund)

পোল্যান্ড এর ওয়ারশো তে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত UNFCCC-এর COP-১৯ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত (9/CP19 Paragraph 5) অনুসারে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, REDD+ এর ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়নে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (Green Climate Fund/GCF) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে GCF-এর ভূমিকা কি ধরনের হতে পারে তা জানা জরুরী। ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড কিভাবে সহায়তা করবে এ সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১৬ সালের শেষে প্রণীত হবে বলে আশা করা যায়। তবে GCF-বোর্ড ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ফলাফল প্রাপ্তির সাপেক্ষে অর্থায়নের সময় কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের দ্বৈত গণনা (Double Counting) পরিহার করবে। GCF- বোর্ড আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, REDD+ এর কোন উদ্যোগ ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বেই সাহায্য (ex-anty financing) পেয়েছে কিনা তা যাচাই করবে। যদিও এ যাচাই কিভাবে করবে তা সুস্পষ্ট নয়। গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড যেহেতু UNFCCC-এর COP সম্মেলন গুলোর সিদ্ধান্ত, অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান, চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক এর নীতিমালায় প্রতিনিয়তই নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত হচ্ছে এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে, সেহেতু এর অর্থায়ন সম্পর্কিত ফান্ড বোর্ড এর সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিবেদন দেখে নেয়া বাঞ্চনীয়। ফান্ড বিষয়ক যাবতীয় তথ্য www.gcfund.net এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

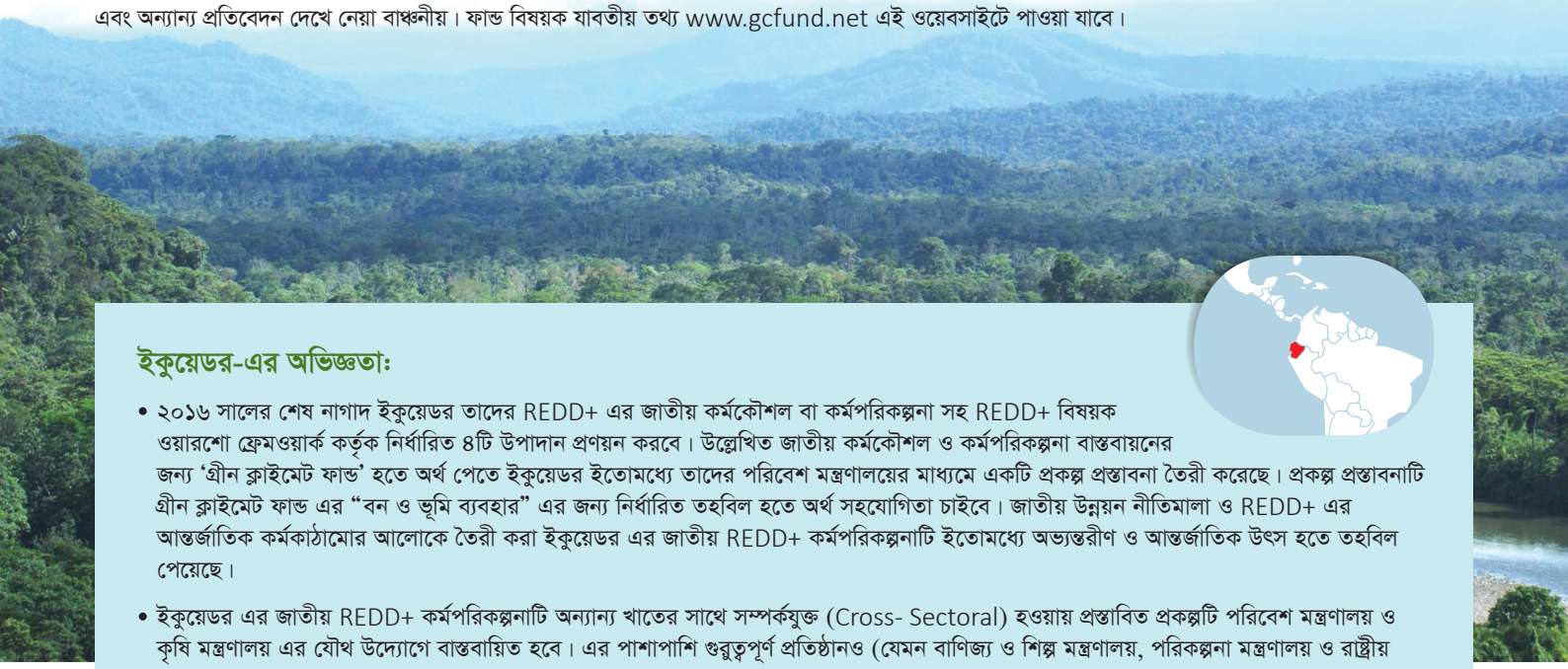

ইকুয়েডর-এর অভিজ্ঞতা:

- ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ ইকুয়েডর তাদের REDD+ এর জাতীয় কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা সহ REDD+ বিষয়ক ওয়ারশো ফ্রেমওয়ার্ক কর্তৃক নির্ধারিত ৪টি উপাদান প্রণয়ন করবে। উল্লেখিত জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য 'গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড' হতে অর্থ পেতে ইকুয়েডর ইতোমধ্যে তাদের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করেছে। প্রকল্প প্রস্তাবনাটি গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড এর "বন ও ভূমি ব্যবহার" এর জন্য নির্ধারিত তহবিল হতে অর্থ সহযোগিতা চাইবে। জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা ও REDD+ এর আন্তর্জাতিক কর্মকাঠামোর আলোকে তৈরী করা ইকুয়েডর এর জাতীয় REDD+ কর্মপরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল পেয়েছে।
- ইকুয়েডর এর জাতীয় REDD+ কর্মপরিকল্পনাটি অন্যান্য খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত (Cross- Sectoral) হওয়ায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হবে। এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানও (যেমন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক) বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।
- গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড এর প্রকল্প পর্যালোচনা পদ্ধতি বেশ জটিল ও চাহিদা পূর্ণ (Demanding)। গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড সচিবালয় কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বেশ কয়েক বার পর্যালোচনা করার পর তা পুনঃনীরিক্ষা ও চূড়ান্ত সুপারিশের জন্য কারিগরি কমিটিতে পাঠানো হয়। কারিগরি কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে ফান্ড বোর্ড সিদ্ধন্ত গ্রহণ করে। ফলে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের সম্পৃক্ততা থাকা জরুরী, যাদের REDD+ কার্যক্রমের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রা ও UNFCCC এর চাহিদার উপর সম্যক ধারণা আছে ।

মূল শিক্ষণ:

- REDD+ গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে ফান্ড-এর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র দাখিল করা আবশ্যক। এজন্য REDD+ Readiness পর্যায় থেকেই এর প্রস্তুতি শুরু করা উচিত। প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সাধারণত যে সমস্ত প্রতিবেদন বা কাগজপত্র চাওয়া হয় সেগুলো হল, একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট, বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের কারণগুলোর বিস্তারিত প্রতিবেদন (Drivers of deforestation and forest degradation study), যদি কৃষিজ পণ্য বন উজাড় বা অবক্ষয়ের কারণ হয়, তবে ঐ কৃষি পণ্যের বাজারের উপর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), একটি বিস্তারিত আর্থিক ও অর্থনৈতিক (financial and economic) মূল্যায়ন এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে আলোচনার প্রতিবেদন।
- ওয়ারশো ফ্রেমওয়ার্ক এর ৪টি উপাদান যথা: বন হতে কার্বন নিঃসরণের মাপকাঠি নির্ধারণ (Referece Emission Level), জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (National Forest Monitoring System), বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি (Safeguard Information System) এবং জাতীয় কৌশল/কর্মপরিকল্পনা (National REDD+ Strategy) প্রণয়ন করা বাঞ্চনীয়।
- গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে তহবিল পাওয়া একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে অনেক প্রতিবেদন ও কাগজপত্র চাওয়া হয়। প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীর কাজটিও বেশ জটিল, তাই শুরু হতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের সম্পৃক্ততা থাকা জরুরী (ইকুয়েডরের ক্ষেত্রে REDD+ এর প্রস্তুতি পর্যায় হতে তহবিল পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে প্রায় দেড় বছর (১.৫ বছর) লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে)। তাই উদ্যোগী দেশগুলোর উচিত মানসম্পন্ন প্রকল্প ধারণাপত্র Fund বোর্ড এ শুরু থেকে দাখিল করা, যাতে করে প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
- গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে সরাসরি অর্থ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার (National Implementing Entity) নির্বাচন এবং ফান্ড বোর্ড হতে NIE হিসবে প্রত্যয়ন পাওয়ার (Accreditation) প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল। তাই কোন দেশ যদি গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড হতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তহবিল পেতে চায় তবে প্রত্যয়ন পাওয়ার সক্ষমতা আছে অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ শুরু করা উচিত। অথবা ফান্ড বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (Existing International Accredited Entity) মাধ্যমে তহবিল পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। এতে করে সময় কম নষ্ট হবে।
- উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড বোর্ড অনেক প্রতিষ্ঠানকে তহবিল পাওয়ার উপযুক্ত হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠান সমূহের তহবিল ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা ও কাজের ধরনের উপর ভিত্তি করে প্রত্যয়নের ভিন্নতা রয়েছে। কোনো দেশ তার প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বেছে নিতে পারে।

বিষয় ৪: REDD+ এ বিনিয়োগ (Investment) ও ফলাফল ভিত্তিক (Result Based) অর্থায়নের অন্যান্য আন্তর্জাতিক উৎস

REDD+ বাস্তবায়নের জন্য গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড ছাড়াও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উৎস হতে বিনিয়োগ তহবিল (Investment Finance) ও ফলাফল ভিত্তিক তহবিল (Result Based Finance) পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এসব উৎস সমূহের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংক এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কার্বন তহবিল এবং দাতা দেশসমূহ। উল্লেখ্য যে, এশীয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কয়েকটি দেশ বিশ্বব্যাংক-এর কার্বন পার্টনারশীপ ফ্যাসিলিটির আওতাধীন কার্বন তহবিল (C-Fund), অথবা ফরেস্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (FIP) অথবা দাতা দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় সাহায্য পেয়ে আসছে। ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশীপ ফ্যাসিলিটি-এর আওতাধীন কার্বন তহবিল এবং বায়োকার্বন ফান্ড ইনিশিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল ফরেস্ট ল্যান্ডস্কেপ (BioCF-ISFL) উভয় তহবিল'ই জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থায়ন করছে প্রস্তুতিমূলক (Readiness Phase) এবং ফলাফল ভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রণী পর্যায়ে (Pilot Phase)। ফরেস্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, REDD+ এর প্রস্তুতিমূলক এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমে অনুদান ও বিশেষ সুবিধা বা ছাড়ে বিভিন্ন খাতে ঋণ সহযোগিতাও প্রদান করে আসছে, যেমন-প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, সুশাসন বাড়ানো এবং REDD+ সংক্রান্ত বিনিয়োগ ইত্যাদি। এই সহযোগিতার ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, স্থানীয় ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

ভিয়েতনাম এর অভিজ্ঞতা:

- ২০১৪ সালের জুন মাসে ভিয়েতনামের প্রকল্প প্রস্তাবনা "কার্বন নিসঃরণ হ্রাস কর্মসূচি ধারণাপত্র" (Emission Reduction Program Idea Note-ERPIN) কার্বন ফান্ড কতৃক গৃহীত হয়। এর পরবর্তী ধাপে, জানুয়ারী ২০১৫ তে, ভিয়েতনাম কার্বন নিঃসরণ কর্মসূচি ডকুমেন্ট (Emission Reduetion Program Document) তৈরী করা হয় এবং তহবিল প্রদানের প্রাথমিক সম্মতিপত্র (letter of Intent) স্বাক্ষরিত হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৬' এ ভিয়েতনাম এর R-Package প্রস্তাবনাটি কমিটিতে উপস্থাপন এবং জানুয়ারী ২০১৭ থেকে জুন ২০১৭ এর মধ্যে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কর্মসূচির (Emission Reduction Program Agreement) সমঝোতা চূড়ান্ত হবে বলে আসা করা যাচ্ছে।
- ভিয়েতনাম এর R-Package টি একটি অংশগ্রহণমূলক যাচাই (Self Assessment) ও মতামতের ভিত্তিতে তৈরী। R-Package তৈরীর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক (Sub-national) পর্যায়ে পাচঁটি ও জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- সামাজিক এবং পরিবেশ বিষয়ক কৌশলগত যাচাই (Social and Environmental Strategic Assessment-SESA) তৈরীর ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম ছয়টি অঞ্চলে বনজীবি গ্রামগুলো পরিদর্শন, অর্থসামাজিক সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন এবং কমিউনিটি, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের (বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজ সহ) সাথে আলোচনা করে।

মূল শিক্ষণ:

- ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশীপ ফ্যাসিলিটি এর কার্বন তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্তির প্রস্তুতি পর্যায়ে সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক কৌশলগত যাচাই (SESA) কার্যক্রম সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ বিষয়। ফলশ্রুতিতে দক্ষ জনশক্তির জোগান ও অংশীদারদের সাথে আলোচনা ও সামগ্রিক কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয়।
- বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা (Official Development Assistance) বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত সহজতর। জাতীয় পর্যায়ের সকল অংশীদারদের কার্যকর সমন্বয় থাকাটাও বিভিন্ন উৎস হতে তহবিল প্রাপ্তিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

বিষয় ৫: বেসরকারি খাতের ভূমিকা

বেসরকারি খাত মূলতঃ বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হয়তোবা বন উজাড় বা বনের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, কোন কোম্পানী হয়ত সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility) খাতিরে ইতিবাচক কাজ করছে, কেউ হয়তোবা কার্বন ভিত্তিক প্রকল্প তৈরী করছে, রয়েছে অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক। নানামূখী বৈচিত্র্যতার কারণে REDD+ এ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রটি সুস্পষ্ট নয়। REDD+ বাস্তবায়নে অধিকতর বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে এবং বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় বন উজাড় রোধের ধারা সৃষ্টি করতে এ খাতের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়া-এর অভিজ্ঞতা:

- ইন্দোনেশিয়ায় এক গবেষণায় দেখা যায় যে, পাম ওয়েলের উৎপাদন বাড়াতে, সরকার প্রদত্ত বাজেট ভর্তুকী বা প্রণোদনা প্রকারান্তরে দেশের গ্রীনহাউজ গ্যাস নিসঃরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে বাধাগ্রস্থ করছে। গবেষণা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, প্রণোদনা বা ভর্তুকী নীতির ফলে এখাতের সবচেয়ে মুনাফা লাভকারীরা আরো বেশি লাভবান হচ্ছে। অথচ ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ও জীবন জীবিকার মানন্নোয়নের জন্য যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে না। ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ভর্তুকী ও সহযোগিতা প্রদান করলে তারা বনভূমিতে এবং পীটল্যান্ডে (Peat land) পাম চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করত না, যা ঐ দেশের গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহয়তা করত।
- অতএব বলা যায় যে, জাতীয় নীতি এবং সরকারি প্রণোদনার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব। এই সামঞ্জস্যতা একদিকে যেমন পাম তেলের উৎপাদন এবং উৎপাদকের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে পারে একই সাথে বনভূমি এবং পীটল্যান্ড ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার কতিপয় বৃহৎ পাম ওয়েল উৎপাদনকারী কোম্পানী প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যে, তারা পাম ওয়েল উৎপাদনে বনভূমি উজাড়ের হার শূণ্যের কোটায় নামিয়ে আনবে। প্রথম থেকেই পাম ওয়েল কোম্পানীগুলোকে আলোচনায় রাখা হয়েছিলো বলে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া সম্ভব হয়েছিলো। যে সমস্ত আলোচনায় বা উদ্যোগে পাম ওয়েল কোম্পানীদের সম্পৃক্ত রাখা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: Roundtable on Sustainable Plam Oil Ges Indonesian Sustainalbe Palm Oil Standard (ISPO) সম্পর্কিত আলোচনা।

কম্বোডিয়া-এর অভিজ্ঞতা:

- কম্বোডিয়া ২০০৮ সাল হতে বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় Voluntary Carbon Market হতে অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্পে কাজ করছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাক-পর্যায় হতে যাচাইকৃত কার্বন ক্রেডিট (Verified Carbon Credit) ইস্যু হওয়া পর্যন্ত প্রায় ৪ হতে ৫ বছর সময় লাগে এবং ১-১.২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয়। তবে প্রকল্প খরচের এই হিসাবের সাথে আইনগত সেবা গ্রহণের ফি (Legal Service Fees) ও অন্যান্য খরচ (Transaction cost) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের কার্যক্রম সচল রাখতে কম্বোডিয়া সরকারকে অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা (NGO) এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল।
- ২০১০ হতে বাজার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও Oddar Meanchey নামক প্রকল্পর কার্বন ক্রেডিটের মাত্র ১.৫ শতাংশ বিক্রি হয়। কার্বন ক্রেডিট বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি ব্যাংকের "তৃতীয় পক্ষভুক্ত" জিম্মা হিসাবে (Escrow Account) জমা রাখা আছে। কারণ কম্বোডিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয় এখনো স্পষ্ট নয় যে কার্বন ক্রেডিট বিক্রির অর্থ - রাজস্ব বা বৈদেশীক উন্নয়ন সহযোগিতা (ODA) বা অনুদান (Grant) কিনা এবং প্রাপ্ত অর্থ কর যোগ্য বা কর মুক্ত কিনা।

মূল শিক্ষণ:

- বন উজাড় বা বন অবক্ষয় রোধ বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকরী অংশীদারিত্ব মূলক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ও সময়ের প্রয়োজন। তাই ঐ বেসরকারি খাতের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়া আগে থেকেই শুরু করা উচিত। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার "পাম ওয়েল" কেস স্টাডি উল্লেখযোগ্য।
- কৃষিখাতের উৎপাদন বাড়াতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকী বা প্রণোদনা বা নীতিমালা বন সংরক্ষণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে (উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার পাম ওয়েল সম্প্রসারণের ভর্তুকী)। অথচ ভর্তুকী প্রক্রিয়ায় সামান্য পরিবর্তন (Modification) বা সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতের মূল উদ্দেশ্য পূরণের পাশাপাশি অন্যান্য খাতের (যেমন বন) উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতি এবং প্রণোদনার মধ্যে সামঞ্জস্য তুলে ধরতে হবে।
- বিভিন্ন বৈশ্বিক ব্যাংক যেমন, সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক (Credit Suisse) ব্যাংক অনেক ভাবেই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন Reputational Risk Policy আলোকে অর্থায়ন, ঋণ এবং অন্যান্য লেনদেন অনুমোদন বা বাতিল করা; Sustainability Risk Management Policy এর আওতায় সংরক্ষণের তাৎপর্য রয়েছে (High Conservation Value) এমন কোন স্থানে অর্থায়ন না করা; অর্ধ-বিলিয়ন ডলার বা তার বেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রীন বন্ড (Green Bond) পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ বাড়াতে সাধারণত কার্যকরী পদক্ষেপ রাখতে পারে।
- সাম্প্রতিক কালে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গৃহীত নীতিমালা প্রণোদনা অথবা ভর্তুকি সাধারণত বন উজাড়ের কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কৌশলগত পরিকল্পনা না থাকায় বিরোধপূর্ণ ভূমি নীতিমালা তৈরি এবং যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে।
- কোন পণ্যের কেনাবেচা বা বাজারজাত কৌশলে পরিবর্তন আসতে পারে যেমন ইউরোপে পাম ওয়েলের বাজারজাত করণে টেকসই মান (Sustainability Standards) বজায় রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এতে করে পণ্যের সার্বিক চাহিদা হয়তো বা কমবে না (যেমন চীন, ভারত ও অন্যান্য দেশে রয়েছে পাম ওয়েলের উচ্চমাত্রার চাহিদা)। আর এ জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট ও কার্যকর সরকারি নীতিমালা যা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা বজায় রাখবে।
- Voluntary Carbon Market হতে অর্থায়নের মাধ্যমে প্রকল্প অনেক ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ হতে পারে। এ ধরনের প্রকল্প পরবর্তিতে জাতীয় REDD+ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের যেমন, Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO) এর মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা যাবে কিনা সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।

বিষয় ৬: REDD+ এর তহবিল ব্যবস্থাপনা

REDD+ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন পদ্ধতির আওতায় হতে পারে, যথা সরকারি বাজেট ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, তহবিল/প্রকল্প ভিত্তিক অথবা বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্রীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি জাতীয় বাজেট প্রক্রিয়ার মত আইনানুগ অনুমোদনের এবং অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন না পড়ে তবে তা সরকারি বাজেট ব্যবস্থাপনার আওতামুক্ত রাখা যেতে পারে। অদ্যাবধি REDD+ উদ্যোগের সাথে জড়িত কোন দেশই তাদের জাতীয় বাজেট ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত না করে বরং REDD+ এর জন্য স্বতন্ত্র তহবিল গঠন অথবা বিদ্যমান তহবিলের সাথে REDD+ এর তহবিল ব্যবস্থাপনা যুক্ত করেছে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় স্বতন্ত্র তহবিল ব্যবস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা দুটিই রয়েছে। স্বতন্ত্র REDD+ তহবিল এর ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস বা তহবিল হতে অর্থের সংস্থান, বিতরণ, পরিবীক্ষণ ও যাচাই করা যায়। তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ট্রাষ্ট তহবিল, সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তহবিল, Sinking Fund, Revolving Fund, Endowment Fund অথবা এ সমস্ত পদ্ধতির সংমিশ্রণে পরিচালিত হতে পারে। যদি REDD+ উদ্যোগ হতে নিয়মিত ভাবে ফলাফল ভিত্তিক পাওনার সুযোগ তৈরীর বিষয়টি প্রত্যাশিত হয় তবে Sinking Fund এর আদলে প্রাথমিক পুঁজি তৈরীর মাধ্যমে একটি Revolving Fund গঠন করা যেতে পারে।

REDD+ তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য চলমান তহবিল-গুলো সুবিধাজনক কিনা, অথবা নতুন তহবিল গঠন করা উচিত কিনা- সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরী। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়, যেমন: ক) জাতীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া; খ) অর্থ ছাড়ের ক্ষমতা, গ) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দক্ষতা, এবং ঘ) তহবিলের ব্যবস্থাপনা বিধিমালার কার্যকারিতা (উদাহরণ: বাজেট বরাদ্দ, Carry-overs, একের অধিক বছরের বাজেট, এবং উৎস ভেদে তহবিলের আলাদা হিসাব/ব্যবস্থাপনা)। পাশাপাশি REDD+ এর জন্য বিদ্যমান অন্যান্য তহবিলের সাথে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় নীতিগত ভিত্তি আছে কিনা সেটিও বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে কোন সংরক্ষিত অঞ্চলের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল শুধুমাত্র ঐ সংরক্ষিত অঞ্চলের জন্যই ব্যবহার করা যাবে, অথবা বন বা বনাঞ্চলের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল ভূমি ব্যবহারের বড় ধরনের সংস্কারের জন্য ব্যবহার নাও করা যেতে পারে।

ভিয়েতনাম এর অভিজ্ঞতা:

- ভিয়েতনাম ২০০৮ সালে দুটি প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে "প্রতিবেশ ব্যবস্থা হতে অর্জিত সুফলের জন্য অর্থ প্রদান (Payment for Ecosystem Services) কার্যক্রম চালু করে। ২০১০ সালে ভিয়েতনাম সরকার এই কার্যক্রম দেশব্যাপী চালু করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জাতীয় ও প্রাদেশিক "বন সুরক্ষা ও উন্নয়ন তহবিল" গঠিত হয়। এই কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগ। পূর্ব তহবিল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী (Forest Protection and Development Fund-FPDF) এর উপ-তহলিব হিসেবে জাতীয় REDD+ তহবিল গঠন করে।
- প্রত্যাশা ছিল যে, প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় REDD+ তহবিল একটি আন্তর্জাতিক ট্রাষ্ট (International Trustee) এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে REDD+ তহবিল এর জাতীয়করণ করা হবে।

* গ্রীন বন্ড (Green Bond) হল এক বন্ড ধরণের ঋণ উপকরণ (Debt Instrument) যার মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান (সাধারণত সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান) বিনিয়োগকারীদের কাছ হতে তহবিল সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। গ্রীন বন্ড যে কোন বন্ড এর মতোই তবে পার্থক্য হল যে, গ্রীন বন্ড ইস্যুকারী বিনিয়োগ সংগ্রহের আগে ঘোষণা দেয় যে, এই বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল পরিবেশ বান্ধব কাজে বা কার্বন নির্গমন হ্রাস ভিত্তিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে।

মূল শিক্ষণ:

- তহবিল ব্যবস্থাপনা ধরনের উপর কার্যক্রম নির্ভরশীল তাই এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে দেশসমূহকে অবশ্যই তাদের জাতীয় REDD+ কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা এবং গৃহীত নীতিমালা ও পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে ধারণা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন দেশগুলোর সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল বা বিনিয়োগ পরিকল্পনা। উল্লেখ্য যে, কয়েকটি দেশ তাদের জাতীয় REDD+ কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং তহবিল উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই তহবিল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। ইতিবাচক উন্নয়ন বা আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে তহবিল গঠিত হলে দাতাসংস্থা তহবিলে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে।
- REDD+ এর জাতীয় তহবিল গঠনের পরিকল্পনার সময় থেকেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা চালিয়ে নেয়ার জন্য একটি টাস্কফোর্স বা এ জাতীয় কোন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এন.জি.ও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন রয়েছে।
- REDD+ উদ্যোগের প্রথমিক পর্যায় হতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি অধিদপ্তর গুলোকে সম্পৃক্ত করলে জাতীয় বাজেট হতে প্রাথমিক অর্থবরাদ্দ Seed Money পাওয়া সহজতর হয়। যার মাধ্যমে অন্তত REDD+ এর শুরুর কয়েক বছরের খরচ মেটানো সম্ভব হয়।

REDD+ অর্থায়ন এর পরিভাষা:

Investment Finance (বিনিয়োগ অর্থায়ন): যে অর্থ/ বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুর সময়কালে করা হয় তাকে বিনিয়োগ অর্থায়ন বলে। REDD+ এর ক্ষেত্রে এ ধরনের অর্থায়ন পরবর্তীকালে ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন যোগানের প্রেক্ষাপট তৈরী করে।

Ex-ante (পূর্ব অনুমিত ভাবে): এটি একটি ল্যাটিন পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে কোন কাজ বা ঘটনার পূর্বেই। REDD+ এর ক্ষেত্রে REDD+ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলাফল জানার আগেই পূর্ব অনুমিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণোদনা বা শ্রম্যমূল্য পরিশোধ করা বোঝাতে Ex-ante পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

Escrow Account (জিম্মা হিসাব): কোন লেনদেন এ সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত দুই পক্ষের সম্মতি ক্রমে যদি তাদের তহবিল কোন তৃতীয় পক্ষের ব্যাংক হিসাবে জিম্মা হিসাবে রাখা হয় তবে সেই জিম্মা হিসাবকে Escrow Account বলে।

Public Entity (সরকার নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বুঝায়): এমন সরকারি প্রতিষ্ঠান যা সরাসরি রাষ্ট্রীয় আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রনের (বিশেষ করে মন্ত্রী বা আমলা দ্বারা) বাইরে থেকে স্বায়ত্বশাসিত ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় এবং সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

Ring Fencing (আলাদা আলাদা তহবিল ব্যবস্থাপনা): যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তহবিল আলাদা হিসাবে রাখা হয় ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয় সে পদ্ধতিকে অর্থায়নের পরিভাষায় "রিং ফেন্সিং" বলে।

Sinkig Fund (কর্মশোধক তহবিল): কিছু বিশেষ পাওনা শোধ (যেমন দেনা শোধ) বা নতুন যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদির নিমিত্তে মূল তহবিলের কিছু অর্থ নির্দিষ্ট সময়ান্তে স্থানান্তর করে আলাদা ভাবে তৈরী তহবিলই কর্মশোধক তহবিল বা Sinkig Fund। এ ধরনের তহবিল গঠন প্রক্রিয়ায় মূল তহবিল থেকে নেয়া "অর্থ-ঘাটতি" সাধারণত পূরণ করা হয় না।

Revolving Fund (আবর্তনমূলক তহবিল): যে মূল তহবিলের বিনিয়োগ বা পরিচালনা ব্যয় (ঘাটতি) অবিরতভাবে পূনঃ অর্থায়নের মাধ্যমে পূরণ করা হয়, সে ধরনের তহবিলই হল Revolving Fund বা আবর্তনমূলক তহবিল। এ ধরনের তহবিলের মূল/বিনিয়োগ বা পুঁজির পরিমাণ সাধারণত স্থিতিশীল থাকে।

Endowment Fund (অর্থ-সাহায্যের মাধ্যমে গঠিত বৃত্তি বা ভাতা প্রদানমূলক তহবিল): কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্যের মাধ্যমে গঠিত তহবিল কে Endowment Fund বলে। এ তহবিলের ব্যয়ের খাত সাধারণত তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

Seed Fund (সীড ফান্ড): কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক বা সূচনা তহবিলকে সীড তহবিল বলে। সাধারণত বড় পরিসরে বিনিয়োগ সংগ্রহের সহায়ক ক্ষেত্র বা প্রেক্ষাপট তৈরী করতে যে প্রারম্ভিক ছোট তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তাই সীড ফান্ড।

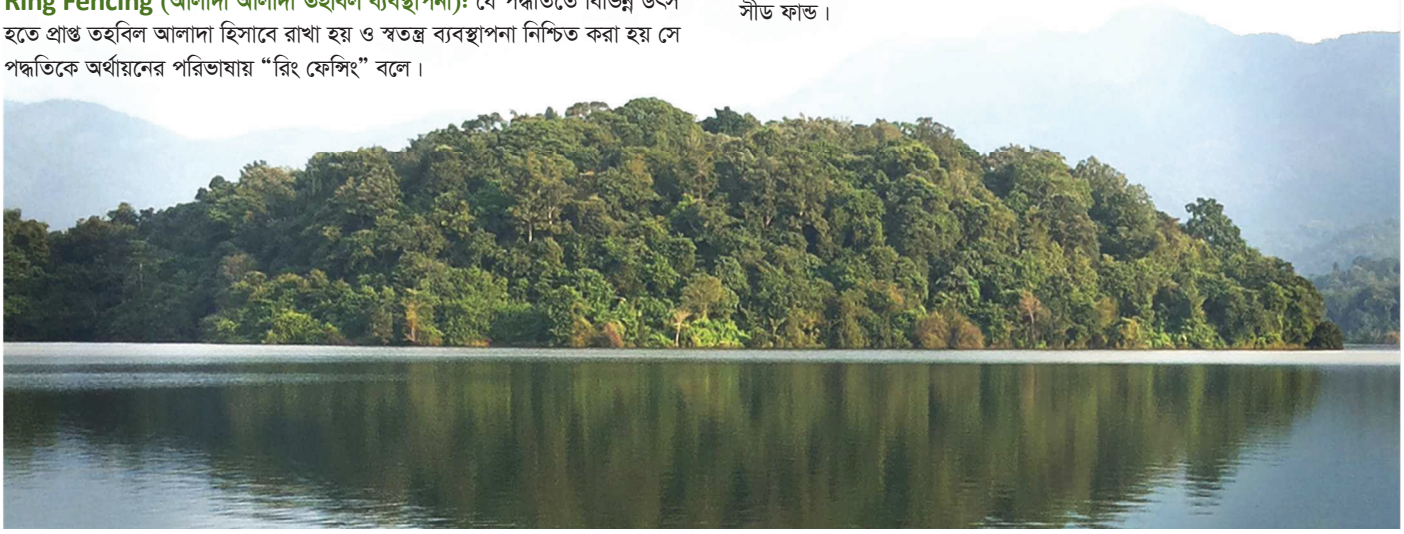

মতামত ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি
রুম: ৫১৯, চতুর্থতলা, বন ভবন, প্লট: ই-৮, বি-২
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেইল: pd-unredd@bforest.gov.bd
www.bforest.gov.bd

UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations | UNDP | UNEP

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়